১৯ আগস্ট ২০১৯ বিশ্ব মানবিকতা দিবস

রোহিঙ্গা মানবিক সহায়তায় কক্সবাজারের নারীদের অবদান

১। বিশ্ব মানবিকতা দিবসের ইতিহাস

২০০৩ সালের এই দিনে (১৯ আগস্ট) বাগদাদে মানবিক সহায়তায় নিয়োজিত ব্রাজিলের নাগরিক সের্গিও ভিয়েরা ডি মেলো তার ২১ জন সহকর্মীসহ এক বোমা হামলায় নিহত হন। বিশ্বব্যাপী বিপন্ন মানবতার সেবার ইতিহাসে ঘটে যাওয়া এই মর্মান্তিক ঘটনা স্মরণ করার জন্য ২০০৮ সালে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয় ১৯ আগস্ট বিশ্ব মানবিকতা দিবস বা ওয়ার্ল্ড হিউম্যানিটারিয়ান ডে হিসেবে সারা পৃথিবীতে প্রতি বছর পালন করা হবে। সারা পৃথিবীতে মানবিক সহায়তায় নিয়োজিত কর্মীদের পক্ষে UNOCHA এই দিবস পালনে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে এবং নিয়োজিত কর্মীদের আত্মত্যাগ ও অবদান স্মরণ করে থাকে।

২। বাংলাদেশে বিশ্ব মানবিকতা দিবসের কর্মসূচি

বেসরকারিভাবে ২০১৭ সালে কোস্ট ট্রাস্টের উদ্যোগে ঢাকায় এবং ২০১৮ সালে সিসিএনএফের উদ্যোগে কক্সবাজারে এই দিবস উদযাপনের জন্য কর্মসূচি পালন করা হয়। বিশেষ করে গত বছর মানবিক সহায়তাকে কার্যকর ও স্থায়িত্বশীল করতে স্থানীয় সংগঠনের বিকাশ ও তাদেরকে নেতৃত্বে নিয়ে আসার ব্যাপারে জোর দেয়া হয়। পাশাপাশি, মানবিক কাজে নিয়োজিত স্থানীয় কর্মীদের জীবনের নিরাপত্তার দাবি উত্থাপন করা হয়।

৩। এ বছরের আলোচ্য বিষয় নারীর অবদান

এ বছর বিশ্বব্যাপী বিশ্ব মানবিকতা দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে মানবিক সহায়তায় কর্মসূচিতে নারীর অবদান। UNOCHA -র ওয়েব সাইটে এ বিষয়ে বলা হয়েছে বিপন্ন মানুষের প্রতি সবার আগে হাত বাড়িয়ে দেন নারীরা, কোনো ধরনের সরকারি-বেসরকারি সহায়তা আসার আগেই। কারণ, বিপন্ন মানুষের অনুভূতি তারাই সবার আগে অনুধাবন করতে সক্ষম হন।

এই বিষয়টিকে সামনে রেখে এ বছর কক্সবাজারে সিসিএনএফের উদ্যোগে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে মাঠ পর্যায়ে মানবিক সহায়তা কাজে কর্মরত নারী কর্মী এবং স্থানীয় সরকারের নারী নেতৃত্বকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তারা তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করবেন এবং মানবিক সহায়তা কর্মকাণ্ডকে একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পথ প্রদর্শন করবেন।

৪। নারী রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অবস্থা

ইতিমধ্যে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রতি মানবিক সহায়তা কর্মীদের অভিজ্ঞতা ও জাতিসংঘ কর্তৃক বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে, শরণার্থীদের মধ্যে নারী, শিশু ও বৃদ্ধরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। বিশেষ করে নারী ও মেয়ে শিশু শরণার্থীদের মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি বিপজ্জনক পরিস্থিতি ও ঝুঁকি রয়েছে।

- **বাল্যবিবাহ:** ঐতিহাসিকভাবেই বিগত কয়েক দশকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী মিয়ানমার সরকার কর্তৃক সকল ধরনের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত। যার অবধারিত ফল হিসেবে নারীরা শিকার হয়েছে বাল্যবিবাহের।

প্রায় ৯০% মেয়ে শিশু বাল্যবিবাহের ঝুঁকিতে রয়েছে। তাদের সচেতনতার যেমন অভাব রয়েছে, তেমনি বাল্যবিবাহ থেকে বাঁচতে তাদের কোনো আইনী বা প্রতিষ্ঠানিক সহায়তার ব্যবস্থা নাই।

উখিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত মানবিক সহায়তাকর্মী রোজিনা আক্তার

১৫ জুলাই ২০১৮, মুক্তি কক্সবাজারের মানবিক সহায়তা কর্মী রোজিনা আক্তার টমটমযোগে দায়িত্ব পালনে যাবার সময় একটি সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন। উক্ত সড়ক দুর্ঘটনায় রোজিনাসহ নিহত হন ৪ জন। রোজিনা উখিয়ার বালুখালির বাসিন্দা। স্বামীর নাম মঞ্জুর আলম। রোজিনা মুক্তি কক্সবাজারের একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী ছিলেন।

উখিয়ার উপর দিয়ে যাওয়া আরাকান রোড দশ লক্ষ শরণার্থীর জন্য ত্রাণকাজে ব্যবহৃত যানবাহন চলাচলের উপযোগী নয়। ত্রাণকাজে নিয়োজিত ভারি ট্রাক ও বড় বড় যানবাহনের জন্য উপযোগী করাসহ নানা অবকাঠামোগত পদক্ষেপ নেয়া হলে হয়তবা দুর্ঘটনায় প্রাণ দিতে হত না রোজিনা আক্তারকে। বিশ্ব মানবিকতা দিবসে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় নারী মানবিক সহায়তা কর্মীর অবদান বিষয়ে আলোচনা কালে রোজিনা আক্তারকে স্মরণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, নারী

- **স্বাস্থ্য সমস্যা:** রোহিঙ্গা নারী ও মেয়ে শিশুরা স্বাস্থ্যগত দিক থেকেও ব্যাপক বৈষম্যের শিকার। বিশেষ করে তাদের প্রজনন স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়ে সচেতনতার যেমন অভাব আছে, তেমনি সেবাও অপ্রতুল। ফলে, তারা নানা ধরনের রোগব্যাধির শিকার হচ্ছে, অল্প বয়সে সন্তান ধারণ করছে এবং স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে।
- **ভবিষ্যত সম্পর্কে হতাশা:** আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার সুযোগ ছাড়া একটি জাতি কখনও উচ্চাশা পোষন করতে পারে না। ভবিষ্যত নিয়ে তাদের মধ্যে স্বপ্ন তৈরি হয় না। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য ত্রাণ ও খাদ্য সহায়তা পর্যাপ্ত থাকলেও তাদের আনুষ্ঠানিক ও উচ্চ শিক্ষার সুযোগ বিষয়ে তেমন কোনো উদ্যোগ নেই। এক্ষেত্রে নারীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একটি মেয়ে শিশুর সামনে শিক্ষা ছাড়া কোনো ভবিষ্যত স্বপ্ন থাকে না। বিয়েই তাদের সামনে একমাত্র পথ হিসেবে দাঁড়ায়, যা বাল্যবিবাহকে উৎসাহিত করে।

৫। কক্সবাজারের নারী কর্মীদের এগিয়ে আসতে হবে

কক্সবাজারের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নারীরা সবার আগে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি
স্বীকৃতি
কাজে
কক্সবা
সরকা
সদস্য

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শরণার্থীদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে ইতিমধ্যে মাদার অব হিউম্যানিটি খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। এটি সারা বিশ্বে মানবিক সহায়তা কাজে বাংলাদেশের জন্য এক বিরল সম্মান। এই সুনাম রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য।

৬। আন্তর্জাতিক ও জাতিসংঘের সংস্থাসমূহের প্রতি

বিশ্ব মানবিকতা দিবসের প্রাক্কালে আমরা নিম্নোক্ত কিছু বিষয়ে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য মানবিক সহায়তাকাজে নিয়োজিত সকল আন্তর্জাতিক এনজিও ও জাতিসংঘের সংস্থাসমূহের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই।

- মানবিক সহায়তা কাজে কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনা বা অন্য কোনো বিপদে আক্রান্ত কর্মীদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- উন্নয়ন ও মানবিক সহায়তা কাজে স্থায়িত্বশীলতা আনার জন্য স্থানীয় সংগঠন ও স্থানীয় সরকারকে নেতৃত্বের জায়গায় নিয়ে আসতে হবে।
- একই কাজে নিয়োজিত আন্তর্জাতিক সংস্থা ও স্থানীয় সংস্থার কর্মীদের বেতন বৈষম্য দূর করতে হবে।
- স্থানীয় সরকারকে গুরুত্ব দিতে হবে, বিশেষ করে অবকাঠামো ও সামাজিক পরিকল্পনায় তাদের জানাশোনাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

কক্সবাজার সিএসও-এনজিও ফোরাম (সিসিএনএফ)
সচিবালয়: ৭৫ লাইট হাউজ রোড, কলাতলী, কক্সবাজার। www.cxb-cso-ngo.org